৩। বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কে গীতি কবিতারূপে চিহ্নিত করে আলোচনা কর।

ইংরেজীতে যাকে বলে Lyric, বাংলায় তারই প্রতিশব্দ গীতিকবিতা। এই শ্রেণীর গীতি কবিতার ধারা বাংলাসাহিত্যে প্রথম সূচনা দেখতে চলে আসছে। বৈষ্ণব গীতি কবিদের সাধনসঙ্গীতে বৈষ্ণব পদে ব্যক্তিগত আত্মগত ভাবের সুরটিতে স্পর্শ। বৈষ্ণব পদাবলী থেকে হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের কাব্যে এই গীতিধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও গীতিকবিতার অভাব নেই। তবুও গীতিকবিতা বা Lyric আসলে ইউরোপে রেনেসাঁসের ফলে সংস্কৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধের উন্মোচন থেকে প্রকৃত অর্থে দেখা দিয়েছে। গীতিকবিতা যে কবির আত্মগত ভাবনায় বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে, তবু আসলেও তাঁর মধ্যে কবিচিত্তের কল্পনা ও আবেগ নিবিড় হয়ে মিশে থাকে। সবাই লক্ষ্য করেছেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী বাংলাসাহিত্যে প্রথমভাবে আত্মনিমগ্ন, ভাবরসে সমাহিত গীতিকবি। তাঁর আগে বা তাঁর সমকালেই মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের কাব্যে গীতিকবিতা প্রকাশ পেলেও তাঁদের প্রতিভা সম্পূর্ণ ভাবে গীতি কবিতা রচনায় নিয়োজিত হয়নি। মধুসূদনের মধ্যে ক্লাসিক সংযত ও সংযম বোধ প্রবল ছিল। হেমচন্দ্রের আত্মনিষ্ঠ সুর উচ্চের আবেগে ব্যাহত হয়েছে। নবীনচন্দ্রের কাব্যে ভাবের উচ্ছ্বসিত প্লাবনে লিরিকের সংযত অথচ গভীর প্রকাশ ব্যাহত হয়েছে। যদি দেখি বিহারীলালই বাংলা সাহিত্যে প্রথম এমন একজন কবি, যিনি তাঁর মনকে আত্মগত ভাবের ধারায় উৎসারিত করে দিয়েছেন। 'সারদামঙ্গলে' কাব্যে সেই কবি-চিত্তের উৎসের সন্ধান মেলে। তবু তাঁর কাব্যে আছে, বিপুল তাঁর কল্পনার আবেগের নিবিড়তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'সারদামঙ্গল' কাব্যের গীতিধর্মী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে লিখেছিলেন, "প্রকৃত পক্ষে সারদামঙ্গল একটি সমগ্র কাব্য নয় তাহাকে কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টি রূপে দেখিলে তাহার অর্থবোধ দুরূহ হইবে না।" বস্তুত সারদার সঙ্গে কবির বিরহ-মিলন এই কাব্যটিতে বর্ণিত হয়েছে। সারদা কবির আনন্দময়ী নিত্যসঙ্গিনী। কবি তাঁকে বিশ্বের জ্যোতিপ্রবাহের মধ্যে বিশ্বমোহিনী মূর্তিরূপে উপলব্ধি করেছেন, এবং এই উপলব্ধি তাঁর মনে উদার জ্যোতিরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই গীতি পরিক্রমায় অতঃপর আলোচনা করা হচ্ছে

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner